



প্রতিবাদী কলম



CMV

PRATIBADI KALAM • Daily • 12th Year, 272 Issue • 7 October, 2021, Thursday • ২০ আশ্বিন, ১৪২৮, বৃহস্পতিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ১০ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

ত্রিপুরার পরিবর্তনে মুঞ্চ নাইডু



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ভারত সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সম্প্রতিকালে এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য প্রায় দ্বিগুণ

অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। তবে নজর দিতে হবে সেই অর্থ যেন সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়। সেজন্য স্থানীয় সরকারকে প্রকল্প রূপায়ণে ও অর্থ বন্টনে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে।

অর্থ যেন অন্য খাতে খরচ না হয় এবং সঠিক স্থানে ও প্রকৃত সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সেজন্য দরকার ডিজিটাইজেশন। প্রশাসনের সমস্ত স্তর দুর্নীতিমুক্ত রাখা, দায়বদ্ধতা ও সঠিক পরিষেবা প্রদানও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলবার উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু রবীন্দ্রভবনে নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে বোতাম টিপে দু'দিনের রাজ্য সফরে এসে আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের স্মার্ট রেজিলিয়্যান্ট রোড প্রকল্পেরও সূচনা করেন। তিনি বলেন, উপরাষ্ট্রপতি হিসেবে ত্রিপুরায় এটা তাঁর দ্বিতীয় সফর। আগের ত্রিপুরা ও বর্তমান ত্রিপুরার উন্নয়ন দেখে ও উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা শুনে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন ছাড়া ভারতের উন্নয়ন সম্পূর্ণ হবে না। দেশের সাথে ত্রিপুরাও মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে। শুরুতে স্মার্ট সিটি প্রকল্পে আগরতলার নাম না থাকলেও পরে অনেক আলোচনার পর আগরতলা-সহ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজধানীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্মার্ট সিটি প্রকল্পে আবহাওয়ার উপযুক্ততা নির্মাণের জন্য ৪৩৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে লাইট, ফুটপাথ, নির্দিষ্ট পার্কিং-এর সুবিধা, জন- ● এরপর দুইয়ের পাভায়

টিআইটিতে বন্ধ ভর্তি প্রক্রিয়া

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিততার মধ্যে পড়ে গেলো। শহর থেকে অনতিদূরে অবস্থিত নরসিংগড়ে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি তথা টিআইটি কর্তৃপক্ষের এক কিংবদন্তি সিদ্ধান্তে নাজেহাল অভিভাবক থেকে ছাত্রছাত্রীরা। টিআইটিতে মোট ৮টি বিষয়ে ডিপ্লোমা রয়েছে এবং ৫টি বিষয়ে ডিগ্রি কোর্স চালু আছে। এমন অবস্থায় হঠাৎ করেই এ বছর থেকে ডিপ্লোমার একটি কোর্সে ভর্তি নেওয়া বন্ধ রেখেছে টিআইটি কর্তৃপক্ষ। অধ্যক্ষ শেখর দত্তের নির্দেশে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ আছে বলে সূত্র মারফৎ জানা গেছে। ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন হ্যান্ডিক্রাফট এন্ড ফার্নিচার ডিজাইনিং নামে একটি কোর্স টিআইটিতে চালু ছিলো বহু আগে থেকেই। কয়েক বছর আগে এই কোর্সটি আর্কিটেকচারেল অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ নামে তার যাত্রা শুরু করে। প্রতিবছরই এই কোর্সে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা ভর্তি হয়। এ বছরও কাউন্সিলিং-এর পর বহু অভিভাবক স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাদের ছেলে-মেয়েরা টিআইটি'র এই মর্যাদাসম্পন্ন কোর্সটিতে পড়তে পারবেন। ● এরপর দুইয়ের পাভায়

হ্যাকার অন্তর্ধান তদন্তের জালে ওএসডি পিন্টু দাস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ অক্টোবর।। ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক এটিএম হ্যাকার হাকান জনবুরখান-এর পলায়নের সঙ্গে টিসিএস আধিকারিক পিন্টু দাসের সন্ধ্যা। রাজ্য সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির সামনে বিষয়টি উঠে আসতে চলেছে বলে খবর। অবশ্য এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই ১১জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে তার অন্তর্ধান নিয়ে। এর পেছনে গভীর যড়যন্ত্র কাজ করছে বলেও খবর। অভিযোগ উঠছে, কারা দফতরের ওএসডি পিন্টু দাস এই যড়যন্ত্রের অন্যতম কাভার। অভিযোগ, ২০২০ সালের অক্টোবর মাসেই আন্তর্জাতিক সাইবার অপরাধী হ্যাকার হাকান জনবুরখানকে জেল থেকে তড়ানোর ব্যবস্থা করার যড়যন্ত্র শুরু হয়। বেসল জেল কোড লঙ্ঘন করে ওএসডি পিন্টু দাস গত বছরের ২৭ অক্টোবর রাত নয়টা নাগাদ বিশালগড় কেন্দ্রীয় কারাগারে সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে প্রবেশ করেছিলেন। এমনকী প্রবেশ গেটে তিনি নিজেকে সব ধরনের তল্লাশি থেকে বাঁচিয়ে সোজা চলে যান এটিএম হাকার হাকান জনবুরখানের দায়িত্বে। সেখানে তার কৃতকর্ম সম্পন্ন করে তড়িঘড়ি বেরিয়েও



সিসি টিভির ফুটেজে আসামি



ওএসডি পিন্টু দাস

জনবুরখানের আচরণে। তখনই তল্লাশি শুরু করে কুখ্যাত অপরাধী অমিত ঘোষ সহ আরও দু'জনের বিধানার পাশ থেকে মোট তিনটি সক্রিয় সিমসহ মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। এই পুরো ঘটনায় ওএসডি পিন্টু দাসের হাত রয়েছে বলে অভিযোগ। কিন্তু আইজি প্রিজনের স্নেহবন্ধা হওয়ার কারণে ওএসডি'র যাবতীয় কৃতকর্ম

থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন কেন? এভাবে গোপনে একাকী কারা অভ্যন্তরে যাওয়ার পরই তিনটি মোবাইল ফোন পাওয়ার ঘটনার সঙ্গে তার রাত্রি প্রবেশের সমুজ্ঞা খুঁজে পাচ্ছেন না কেন্দ্রকারীরা। অভিযোগ, রাজ্য সরকার গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির তদন্তে শুধু ওএসডি নয়, আরও বড় রাখব- ● এরপর দুইয়ের পাভায়

নার্সের সহযোগিতায় পুত্রসন্তান বিক্রি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ অক্টোবর।। প্রত্যন্ত নাতিন মনু কিংবা পতিন মনু অথবা রইস্যাবাদি কিংবা কাঁকড়াছড়া, তাড়নায়। আর এই কাজে সাহায্য করলেন হাসপাতালের এক নার্স। নগদ ত্রিশ হাজার এক টাকায় নিজেদের পুত্র সন্তানকে বিক্রি করলেন উত্তর ব্রজপুর এলাকার বাসিন্দা কাজল পাল-র স্ত্রী সুমিত্রা পাল। তারা আগে জিবিপি এলাকার চাঁনমারিতে থাকলেও বর্তমানে তাদের ঠিকানা বিশালগড়ের উত্তর ব্রজপুর এলাকায়। জানা গেছে, সুমিত্রাদেবী বাড়িতেই তার পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন গত বুধবার। এর পর প্রসবজনিত জটিলতা শুরু হওয়ায় তড়িঘড়ি ডাক্তার নিয়ে আসা হয় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। এরপরই কথায় কথায় তার দারিদ্রের কথা শুনে নার্স যমুনাদেবী। এরপরই

সুমিত্রাদেবীকে বার বার বলতে থাকেন যেহেতু তার আরও সন্তান

ত্রিশ হাজার টাকাও পাবেন আর আরেকটি সন্তানের দায়ভারও

পারবেন। যদি এই সন্তানের জন্য কখনও কষ্ট হয় তাহলে তারা স্বামী-স্ত্রী মিলে সিদ্ধান্ত নিয়ে আরেকটি সন্তানেরও প্রস্তুতি নিতে পারবেন। প্রয়োজনে সেই সন্তানটিকেও বিক্রির ব্যবস্থা করে দেবেন ওই নার্স। এতে করে অর্থনৈতিক কষ্টে ভোগা এই দরিদ্র পরিবারটি সন্তান বিক্রির মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বীও হতে পারবেন। সুমিত্রাদেবী প্রথমে গররাজি থাকলেও পরে যমুনাদেবী নার্সের কথা অনেকটা মনে ধরে যায় তার। এরপরই দোমানা করতে শুরু করেন তিনি। কিন্তু হাসপাতালের বিধানায় যখন নগদ ত্রিশ হাজার টাকা দেখেন তখন আর সুমিত্রাদেবী● এরপর দুইয়ের পাভায়

নোনাছড়া নয়, একেবারে বিশালগড় হাসপাতাল থেকেই সন্তান বিক্রি হয়ে গেলো অভাবের

রয়েছে, তাই এই পুত্রসন্তানটিকে আর বাড়িতে না নিয়ে গিয়ে বরং তিনি বিক্রি করে দিল। এতে নগদ

তার দায়িত্বে

তার দায়িত্বে

অপকর্মের খবর প্রতিবাদী কলমে দুই শ্রমিকের ধোপা-নাপিত বন্ধ করলো নেতারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। এক বর্বরোচিত ক্ষমতা প্রদর্শন। রাজনৈতিক শক্তি পাশে থাকার কারণে সাধারণ মানুষকে মানুষ হিসেবে গণ্য না করে বাহুবলী কায়দায় ক্ষমতার আশ্ফালন দেখানো শুরু হয়েছে কাঁকড়াবানের ধুপতলি বাজার এলাকায়। নেতাদের বর্বরোচিত আচরণের খবর পত্রিকায় এভাবে প্রকাশিত হওয়ায় এর উৎস খুঁজতে গিয়ে দুই নিরীহ ব্যক্তির ধোপা-নাপিত বন্ধের নির্দেশ দিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। ধুপতলি বাজারে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে বিজেপি নেতারা সিদ্ধান্ত নিয়ে স্থানীয় দুই নিরীহ শ্রমিককে প্রকাশ্যেই বলির পাঠা বানিয়ে দেয়। তারাই নাকি সংবাদপত্রে খবর পাচার করেছে। এখানেই শেষ নয়, বৈঠকে নেতারা নিদান দিয়েছেন এই দুই শ্রমিকের কাছে ধুপতলি সহ সংগে এলাকার কোনও দোকানদার কোনওরকমের জিনিসপত্র বিক্রি করতে পারবেন না। এলাকার কোনও পুজোয় এই দুই শ্রমিক যেতে পারবেন এই দুই শ্রমিকের সঙ্গে কেউ যেন কথা না বলেন। গত ৬ অক্টোবর ধুপতলি বাজার শেড়ে বিজেপি নেতারা বিষয়টি নিয়ে সভা ডেকেছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামভক্ত প্রফুল্ল দাস। এছাড়াও ছিলেন ৫৭ নং বুথ সভাপতি, যুব মোর্চার নেতৃত্ব এবং বাজার কমিটির সম্পাদক। গত ৬ অক্টোবর প্রতিবাদী কলম পত্রিকায় ছবি সহ যে খবরটি প্রকাশিত হয় এতেই বেজায় ক্ষেপে যান বিজেপি নেতারা। তাদের বক্তব্য, যে শ্রমিকদের দিয়ে তারা রাস্তার ইট তুলে এনেছিলেন, ব্রিজের সাইড ওয়ালের ইট ভাঙিয়ে এনেছিলেন এমনকী শৌচালয়ের ইট তুলে এনেছিলেন দুর্গা পুজায় ব্যবহার করবেন বলে, সেই ছবি তুলে এনে পত্রিকায় দিয়েছেন সাগর দাস এবং নন্দু দাস। এই কাজ নাকি তারা ছাড়া আর কেউ করার সাহস দেখাবে না। বিভিন্ন সময়ে নন্দু এবং সাগর অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বলেই এদের উপর সন্দেহ করলে বিজেপি নেতৃত্ব। দিন আন দিন খাই অবস্থার শ্রমিক হলেন এই দুইজন নাকি এলাকায় মুখেরা বলেই পরিচিত। যে কারণে ২ অক্টোবর যখন ধুপতলি এলাকার বিভিন্ন স্থান থেকে রাস্তার ইট, সাইড ওয়ালের ইট এমনকী শৌচালয় ভেঙে ইট এনে জড়ো করা হচ্ছিল তখন অনেকেই এই দুই শ্রমিককে কাজ থেকে বাদ দিয়ে দেওয়াও প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরেও এরা কর্মঠ বলেই এদেরকে ● এরপর দুইয়ের পাভায়

বোধনের আগেই তৃণমূল কংগ্রেসে বিসর্জনের সুর!

কমিটিতে যারা স্থান পেয়েছেন তাদের রাজনৈতিক প্রভাব, পরিচিতি ও গুরুত্ব কতটা আছে তা তারা নিজেরাই জানেন না। বুধবার স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হতেই ধরা পড়ে গিয়েছে কংগ্রেস সংস্কৃতি।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। তৃতীয় ধাক্কাতেও তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে যেন হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার জন্যই পনঃস্থাপিত হয়েছে। মহালয়ায় পূর্ণাঙ্গ প্রদশে কমিটির বদলে স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তৃণমূলে বেঁধে গিয়েছে বোধনের আগেই বিসর্জন। সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী তথা আইএসিআর প্রাক্তন সদস্যা সুস্মিতা দেবকে শিলচর থেকে তুলে এনে ত্রিপুরা তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটির একজন সাধারণ সদস্যা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি স্টিয়ারিং কমিটিতে এমন সব ব্যক্তিবর্গকে স্থান দেওয়া হয়েছে আর এমন সব ব্যক্তিবর্গকে বাদ দেওয়া হয়েছে — স্টিয়ারিং কমিটি শীঘ্রই পুনর্গঠন না করলে সুবল ভৌমিক কতক্ষণ সেই স্টিয়ারিং ধরে রাখতে পারবেন তা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সার্বমে দোলা সেন, অপরূপা পোদ্দারদের সঙ্গে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিলেন তপন দত্ত, প্রেমতোষ দেবনাথেরা। রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও দু'জনে যথেষ্ট ধার ভারও রাখেন। কিন্তু স্টিয়ারিং কমিটিতে এদের দু'জনের কেউ স্থান পাননি। একই সঙ্গে নিজের বাড়িতে এক যোগদান সভার আয়োজন করতে গিয়ে নিজের ঘরেই আক্রান্ত হয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা বর্তমানে তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য মুজিবুর ইসলাম মজুমদার। প্রতিবাদী'র খবরের জেরে তাকে তৃণমূলের উদ্যোগেই কলকাতায় নিয়ে গিয়েও চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু অতিরিক্ত সুগার হওয়ার কারণে এখনও তার ভাঙ্গা হাতে অপারেশন পর্যন্ত করানো যায়নি। সেই মুজিবুর ইসলাম মজুমদারকেও স্টিয়ারিং কমিটিতে স্থান দেওয়া হয়নি। কমিটিতে স্থান পেয়েছেন এমন সব ব্যক্তিবর্গ যাদের রাজনৈতিক প্রভাব, পরিচিতি এবং গুরুত্ব কতটা আছে তা তারা নিজেরাই জানেন না। ফলে, এতদিন তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে অনেকের মনেই একটা আবেগ এবং উচ্ছ্বাস কাজ করলেও বুধবার স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হতেই ধরা পড়ে গিয়েছে কংগ্রেস সংস্কৃতি। কোথাকার কোন্ ● এরপর দুইয়ের পাভায়

খুনের পর দেহ জঙ্গলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খুমলুঙ, ৬ অক্টোবর।। এক যুবকের পচা গলা দেহ উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এডিসি সদর দফতর খুমলুঙ এলাকায়। জঙ্গলের মাঠেই অর্ধনগ্ন মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের শরীরে বহু আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা নৃশংসভাবে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে এই যুবককে। পরে দেহটি ফেলা হয়েছে জঙ্গলে। পুলিশ রাত পর্যন্ত মৃতের পরিচয় জানতে পারেনি। দেহটি রাখা হয়েছে জিবিপি হাসপাতালের মর্গে। ঘটনাটি বুধবার সন্ধ্যায়। জানা গেছে, খুমলুঙ সদর দফতরের কাছেই জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহে গিয়েছিলেন কয়েকজন গ্রামবাসী। জঙ্গলে যেতেই পচা গন্ধ পান। যথারীতি গন্ধ পেয়ে সামনে এগিয়ে দেখেন এক মৃতদেহ পড়ে আছে। মৃতের শরীরে কোনও কাপড় নেই। অর্ধনগ্ন শরীরে একাধিক আঘাতের চিহ্ন। অর্ধনগ্ন শরীরে পরনে একটি গেঞ্জি এবং গামছা রয়েছে। তবে নিম্নাংশে কোনও কাপড় নেই। দুই পায়ে আঘাতের বহু চিহ্ন। রক্ত জমাট হয়ে আছে দুই পায়ে। পুরুষাঙ্গে পর্যন্ত রক্ত জমা হয়ে আছে। তা দেখে প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা ব্যাপকভাবে রক্ত জাতীয় কিছু দিয়ে পেটানো হয়েছে এই ব্যক্তিকে। ধারালো কোনও অস্ত্র বা দা দিয়ে দুই পায়ে কোপ দেওয়া হয়েছে। যে কারণে দুই পায়ে রক্ত জমাট হয়েছে। গলায়ও চিপে ধরা হয়েছিল। খুন করার ● এরপর দুইয়ের পাভায়


স্কুলবাড়ির দখল বেসরকারি হাতে ?

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। শিক্ষার নতুন দিশায় এবার রাজধানী শহর ও আশেপাশের কোনও কোনও স্কুল বাড়ি, মাঠ বেসরকারি সংস্থার হাতে দীর্ঘমেয়াদি লিজে তুলে দেয়ার নকশা করছে শিক্ষা দফতর। সেই মত দুই আইএসএস অফিসার, সদ্য প্রমোশন পাওয়া দুই ক্যাডারসহ তিন টিসিএস অফিসার এই পরিকল্পনার লিখিত নমুনা তৈরি করছেন। লিজ দেয়ার ব্যবস্থায় সিলমোহর দেয়ার জন্য ক্যাবিনেটে নিয়ে টিম গঠনের চিন্তা করা হচ্ছে। লিজ দেয়া হবে ৩০-৩৫ বছরের জন্য। যে দাম হির করা হবে তার ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় দেয়া হতে পারে, নামী স্কুলের শাখা খোলা হচ্ছে, এই যুক্তি দেখিয়ে ছাড়ের ব্যবস্থা করা হবে। পুরো প্লান ছকে দিয়ে প্রস্তাব ক্যাবিনেট হয়ে বেরিয়ে এলেই শুরু হয়ে যাবে বেসরকারি সংস্থাকে ডেকে আনার কাজ। একটু

কম ছাত্রের স্কুল দিয়ে শুরু হবে, পরে এই ব্যবস্থা আরও ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগও রেখে দেয়া হবে। শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী বিজেপি সরকার আসার পর শিক্ষায় বিপ্লব ঘটে গেছে বলে প্রায়ই কৃতিত্ব নেয়ার চেষ্টা করেন। আচমকা স্কুলে গিয়ে ফেসবুক লাইভ চালিয়ে দিয়ে শিক্ষকদের বকা-বকা করেন। সোনামুড়ার একটি স্কুলে শিক্ষকদের কার্যত 'পাচারকারী' পর্যন্ত বলেছিলেন। নতুন দিশা, একটু পড়-একটু খেলো, ক্যাচআপ, ইত্যাদি বাহারি নামের প্রজেক্ট চালানো হচ্ছে। ক্লাস এইটের ছাত্রের মান বৃদ্ধিতে পঞ্চাশের সাথে সতেরো যোগ দেয়ার মত প্রশ্ন করা হচ্ছে। এনজিও যুক্ত হয়েছে শিক্ষা দফতরের সাথে। তার পরেও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা বাদ দিয়ে সরকারি পরিকাঠামোর জন্য ডেকে আনা ● এরপর দুইয়ের পাভায়

১৪৪ ধারা পর্যবেক্ষণ বাতিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। শহরে জেলা শাসকের ১৪৪ ধারা জারি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের মামলার মূলত নৈতিক জয় হয়েছে দলের। ২২ সেপ্টেম্বর ইতিমধ্যে পেরিয়ে যাওয়ায় উচ্চ আদালত মিছিলের অনুমতি দেয়নি। কিন্তু সিঙ্গেল বেঞ্চের পর্যবেক্ষণটি কার্যত বাতিল করে দিয়েছেন প্রধান বিচারপতি এ কুরেশির নেতৃত্বে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ। তৃণমূল কংগ্রেস আগরতলায় অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পদযাত্রা করার জন্য তিন দফায় অনুমতি চেয়েছিল সদরের এসডিপিও'র কাছ থেকে। প্রথমে ১৫ সেপ্টেম্বর অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। ওইদিন অন্য একটি রাজনৈতিক দলের একই সময়ে মিছিল থাকার কারণ দেখিয়ে তৃণমূলের পদযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেস আবার ১৬ সেপ্টেম্বর পদযাত্রা করার অনুমতি চান। কিন্তু এসডিপিও বিধর্মণের পুজোর আগেরদিন অনুমতি দেওয়া সম্ভব হবে না বলে মিছিল করতে দেননি। পদযাত্রার জন্য আবার ২২ সেপ্টেম্বর সময় চায় তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু ১৮ সেপ্টেম্বর রাজা পুলিশের এক চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে পশ্চিম জেলার জেলাশাসক সদর এলাকায় ১৪৪ জারি করে দেয়। শহরে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হতে পারে এবং করোনার ভূতীয় ডেউয়ের আশঙ্কায় ৪ নভেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের রাজনৈতিক মিটিং মিছিল বন্ধ করে দেওয়া হয়। মিছিলের অনুমতি চেয়ে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে আবেদন করেছিল বেঞ্চের। উচ্চ আদালতে শুনার সময় অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে জেলাশাসকের জারি করা ১৪৪ ধারার নির্দেশিকাটি জমা করেন। এর ডিভিডেই ২১ সেপ্টেম্বর মামলার ● এরপর দুইয়ের পাভায়

 <div>Tribeni Water Pollution Control Board Panchaj Bhawan, Coochbehar, Agartala 799000</div>				
POLLUTION CHECK AT AGARTALA				
Location	Reading Date (Recorded in F.R.)	PSI 1.5* (µgpc/cm)	Score Level** (category)	
Panchaj Bhawan, Coochbehar (Residential area)	03.10.2021	28 (Good)	42.3 (Normal)	
Spitap Bhat, Bordenoi (Commercial area)		92 (Good)	65.6 (High)	
*Parameter Matter 1.5 is more than particles in the major source of air pollution, day time standard limit: 60 µgpc/cm. This time score was obtained below 55.00 in Residential area and 65.00 in commercial area				

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। আগরতলায় বাতাসে দুধগ মাত্রা মাপার জন্য সরকারি টাকা খরচ করে যন্ত্রপাতি বসিয়েছে। কোথাও কোথাও ডিসপেন্সে বোর্ডও আছে। তবে সেই বোর্ডের পরিসংখ্যান কখন পাল্টায় মালুম করা মুশকিল, ঠিক তেমনি ত্রিপুরা স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড বুধবার সকালে টুইট করেছে 'তিন দিন আগের, ৩ অক্টোবরের দুধগ মাত্রার রিপোর্ট। তার পরের রিপোর্ট আর নেই। পরিবেশ ভবনে লাগানো একটি মেশিনের, ● এরপর দুইয়ের পাভায়

CMV